স্বজনরা আজও খুঁজে ফেরেন শহীদ হাফিজউদ্দীন ও তাঁর পুত্রের লাশ

কী হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক সেই দৃশ্য! পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা সারা দেশের মতো মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বুদ্ধিজীবীদের ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যার করে।১৫ আগস্টগভীর রাতেপাকহানাদার বাহিনী একটি ট্রাক নিয়ে মেহেরপুরের গাংনী শহর লাগোয়া চৌগাছা গ্রামে হাফিজউদদীন বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িটি চিনিয়ে দেয় স্থানীয় রাজাকাররা। এক ছেলে একরামুল হক-ছোট যুদ্ধে গেছেন। বড়ছেলে বজলুল হক, মেজছেলে সিরাজুল হক মিন্টু, সেজছেলে এমদাদুল হক-বড় বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করেছেন।বাড়িটি তখন খাঁ খাঁ করছে। অস্ত্র নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বর্বর-হানাদারের দল। বাইরে দলবল নিয়ে পাহারা দিতে থাকে রাজাকার ও শান্তি কমিটির নেতারা। বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেনহাফিজ উদদীন মাস্টার। বর্বরের দল তাঁকে ও তার আত্মীয় গাংনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম সরকারকে পিঠমোড়া বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় ভাটপাড়া ক্যাম্পে। সেখানে তাদের হত্যা করা হয় এবংহত্যার পর তাদের ছিন্নভিন্ন লাশগুলো কাজলা নদীর তীরে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হয় দু দিন। তারপর ভাসিয়ে দেয়া হয় কাজলার পানিতে। সেদিন যাদের হত্যা করা হয়, তাদের অনেকের লাশ শনাক্ত করা যায়নি, অনেকের লাশ আজও খুঁজে পায়নি তার স্বজনরা। গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক, গাংনী থানার শিক্ষাবিস্তারের পুরোধা-ব্যক্তিত্ব হাফিজ উদ্দিনের মরদেহের হদিস মেলেনিআজও ।
মেহপেুর জেলার গাংনীর হাফিজ উদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষক, সমাজসেবক, বিদ্যোৎসাহী ও জনদরদি ব্যক্তিত্ব। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠে গাংনী উচ্চ বিদ্যালয় ও গাংনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সহায়তা করেছেন, নিজে যুক্ত থেকেছেন।তিনি সরসরি রাজনীতি করতেন না, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অসাম্প্রদায়িক মানবিক দর্শনে। তার ছেলে একরামুল হক-ছোট সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর

মেহেরপুরের কাঁঠালপোতা গ্রামে এক অপারেশনে রাজাকারদের গুলিতে শহীদ হন। তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশেও অদম্য সাহসীহাফিজ উদ্দীন মাস্টারদেশত্যাগ করেননি।তরুণ-যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি বিশেষ সংগঠন।স্থানীয় তরুণদের গোপনে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁর নেতৃত্বে গাংনীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। এসব কাজে তাঁকে সার্বিক সহায়তা করতেন তার আত্মীয় আবুল হাশেম সরকার। তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গাংনী থানার শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকার-আলবদরা বিষয়টি জানতে পেরে হাফিজ উদদীনসহ পাকিস্তানের দুশমন-বুদ্ধিজীবী ও স্থানীয় এলিটদের নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গভীর রাতে রাজাকারদের সহায়তায় পাকসেনারা হাফিজউদ্দীন ও আবুল হাশেম সরকারকে ধরে নিয়ে যায় এবং ভাটপাড়া ক্যাম্পে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
শহীদ শিক্ষক হাফিজ উদ্দীনের জন্ম ১৯২০ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে। তার বাবা আজিজ উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির গোমস্তা ও জনদরদি ব্যক্তি। মা সবুরা খাতুন ছিলেন পরোপকারী স্বভাবসম্পন্ন। তিনি নদীয়া জেলার শিকারপুর হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পাস করেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার দারোগার পদ ছেড়ে নিজ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের সহায়তায় ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গাংনী হাইস্কুল। যুক্ত হন শিক্ষকতায়। পড়াতেন ইংরেজি ও ইতিহাস। ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।দায়িত্ব পালন করেছেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তথা জুরির হাকিম হিসেবে। অসীম সাহসিকতার অধিকারীহাফিজ উদদীন মাস্টার স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের বাইরেও ছিলেন প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সর্বস্তরের মানুষ তাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করত, আর পাকিস্তানপন্থি পিস কমিটির নেতা ও রাজাকাররা তাকে প্রতিপক্ষ মনে করত। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য রাজাকারদের সহায়তায় পাকসেনারা তাকে হত্যা করে।
শহীদ হাফিজউদদীন ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত এক বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাবিস্তার, জনকল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধেহাফিজউদদীনের অবদান অসামান্য। কিন্তু তাঁর কাজের যথাযথ স্বীকৃতি মেলেনি। তবেরফিকুর রশীদের লেখা আগামী প্রকাশনীর ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: মেহেরপুর জেলা’ গ্রন্থে হাফিজউদদীনকে ‘ গাংনী থানার

শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূত’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের ‘মুক্তিসংগ্রামে মেহেরপুর’ এবং মূর্ধন্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল আমিনের ‘ ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ’ গ্রন্থে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) শিক্ষক হাফিজউদদীনকে শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৫ সালে গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে এই ‘অমিততেজা সিংহপুরুষ’কে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয়।শহীদ হাফিজউদদীন এবং একাত্তরের ১৫-আগস্টের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ভাটপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে, চলছে বধ্যভূমি সংরক্ষণের কাজ।
শহীদ হাফিজউদদীনের স্ত্রী সাকিনা বেগম,বড়ছেলে রাজনীতিক-সমাজসেবক-বিদ্যোৎসাহী বজলুল হক, সিরাজুল হক ও বড়মেয়ে মারা গেছেন। তার চতুর্থ পুত্র একরামুল হক ছোটন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে বেঁচে আছেন। এরা সবাই শিক্ষিত ও সরকারি চাকুরে। ছোটছেলে গাংনী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক শহীদুল হক বলেন, ‘ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবা, মামা ও এক ভাই শহীদ হন। দেশের জন্য আমাদের পরিবার অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করেছে। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। তাদের নামে এলাকার কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক বা স্থাপনার নামকরণ করা হয়নি। এ জন্য আমি মর্মাহত এবং গ্লানিবোধ করি।’ পঞ্চম পুত্র শিক্ষক এনামুল হক বলেন, বাবা ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। ছিলেনমওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুসারী।উদার-অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ হিসেবে তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সমর্থন করেননি। আমাদের পরিবারের সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকাররা বাবার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। রাজাকারদের প্রত্যক্ষ মদতে পাক হানাদার বাহিনী বাবাকে হত্যা করে। তিনি দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। বাবার সাহসিক আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

লেখক: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর তিন লাখ টাকা গায়েব

পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পোস্ট অফিসে পারিবারিক সঞ্চয় বীমায় টাকা জমা করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন। ২০১৭ সালে তিনি এক কালীন আট লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। মনোয়ারা খাতুন অজান্তে এবং স্বাক্ষর ছাড়াই তার হিসাব নম্বর থেকে গায়েব হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার বলছেন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনের আত্নীয় এ টাকা উত্তোলন করেছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের দাবী টাকা হাতি নিয়েছে দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার। মনোয়ারা খাতুন টাকা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন অনেকের দ্বারে দ্বারে। কোথায় গেলে সুরাহা পাবেন তাও জানেন না ভুক্তভোগী ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন। বিগত ৩/০৭/২০১৭ সালে যিনি গাংনী উপজেলা পোস্ট অফিসে পারিবারিক সঞ্চয় বীমা খোলেন। যার হিসাব নং-১৪৩১,বহিনং-পসপঘ-১০৯৯৩৪৬,পসপঙ-০৯৮০৩০১,পসপচ-০৪৭৫৪৫৮,। উক্ত সঞ্চয় নম্বরে ৮লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। সঞ্চয়পত্রে নমিনি করা হয় মনোয়ারা খাতুনের ছেলে আব্দুল হানিফকে। লাখ প্রতি ৯১২ টাকা মাসিক মুনাফা উত্তোলন করার কথা থাকলেও অধ্যবধি তিনি কোনো টাকায় উত্তোলন করেননি। বছর খানেক আগে মনোয়ারা বেগম মুনাফার টাকা উত্তোলন করতে গেলে গাংনী উপজেলা পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম তাকে টাকা প্রদান করতে গড়িমশি করেন। বৃদ্ধ মনোয়ারা খাতুন অসুস্থ্য শরীরর নিয়ে ১৭ দিন অফিসে যান। তবুও তিনি টাকা পাননি। পরে তিনি পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সঞ্চয়পত্র ও কুপন ফেলে চলে আসেন। কয়েকদিন পর তিনি ফেলে আসা সঞ্চয়পত্র ও কুপন আনতে পোস্ট অফিসে গেলে সঞ্চয়পত্র ও কুপনের খোঁজ জানেন না বলে জানান পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম। মনোয়ারা খাতুন বিষয়টি তার স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানকে জানালে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। যার নং-৫৪৯। পরে পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তার হিসাব নম্বর থেকে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়েছে গেছে। টাকা গায়েবের বিষয়ে কারন জানতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের সাথে গড়িমশি করেন পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম।

এবং কুপনের মাধ্যমে মনোয়ারা খাতুনের নাতি ডিউক হোসেন এ টাকা উত্তোলন করেছে বলে জানান। তবে ডিউক হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, তিনি নানি মনোয়ারা খাতুনের সঞ্চয় পত্রের নমিনি নন, এবং টাকা উত্তোলনের বিষয়টি তিনি জানেন না বলে দাবী করেন। ড্িউক হোসেন টাকা উত্তোলনের প্রমান দেখতে চাইলে তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম।
মনোয়ারা খাতুন বলেন, আমি পোস্ট অফিসে শুধু টাকা রেখেছি। কোনদিন টাকা উত্তোলন করিনি। তাছাড়া আমার নমুনা স্বাক্ষর রয়েছে। আমার নমুনা স্বাক্ষর ছাড়াই টাকা প্রদান করল কিভাবে? আমার নাতি আমার সংসারে থাকে। সে ছাত্র । এতগুলো টাকা সে কি করবে? । এটা কি ছেলের হাতের মোয়া! আমি সর্বশেষ ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। আমাকে পাত্তা দেয়নি। আমার সঞ্চয় পত্র থেকে পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম টাকা উত্তোলন করেছে। আমি উক্ত টাকা ফেরত পেতে চাই।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান বলেন, বিষয়টি আমি জানার জন্য গাংনী পোস্ট অফিসে গেলে আমাকে কোনো ভাবেই সহযোগীতা করেনি পোস্ট মাস্টার। পরে কুষ্টিয়াতে যোগাযোগ করার পর জানতে পারি আমার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের হিসাব থেকে বিভিন্ন তারিখে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আমি এখন কি করব, সুরাহা পাচ্ছিনা। তাছাড়া বর্তমান ডিজিটাল সময়ে আমার এতগুলো টাকা গায়েব হয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে টাকা গায়েব হবে কেন? আমি এর ন্যয্য বিচার চাই।
গাংনী উপজেলা পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানো কোন নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করা হয়না। শুধুমাত্র গ্রাহকদের কুপন দেয়া হয়। উক্ত কুপন যিনি আমাদের প্রদান করবেন তিনিই টাকা পাবেন। তবে মনোয়ারা বেগমের নাতি ডিউক টাকা উত্তোলন কেরেছ। উপজেলায় কতজন গ্রাহক এমন সঞ্চয় রেখেছেন তার পরিসংখ্যাণ নেই বলেও জানান নজরুল ইসলাম।
মেহেরপুর জেলা পোস্ট মাস্টার জহুরুল হক রানা বলেন, প্রতিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। এবং প্রতিটি গ্রাহক সঞ্চয় খোলার সময় নমুনা স্বাক্ষর দিয়ে রাখেন। আমরা তা সংরক্ষণ করি। যারা কুপন নিয়ে আসেন তাদের নমুনা স্বাক্ষর যাচাই করা হয়ে থাকে। কুপন হাতে অন্যরা আসলেও মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে কথা বলে নেয়া হয়। টাকা গায়েব হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি এই প্রথম শুনলাম বিষয়টি ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল দেখভাল করেন। আমি উনার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে সহযোগীতা করব।

ডেপুৃটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল(কুষ্টিয়া) খন্দকার মাহাবুব হাসেন হোসেনের সাথে অফিসিয়াল টেলিফোনে একধিকবার যোগাযোগ করা হলে টেলিফোন রিসিভ না করাই মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগরে জাগরণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিসভা

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রবর্তিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৪ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১ সপ্তাহ ব্যাপি জাগরণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাগরণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা অডিটরিয়ামে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম।

প্রস্তুতিমূলক সভায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গ্রাম কমিটির সভাপতি, দলনেতা/দলনেত্রী, সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জাতীয় ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সিভিল সার্জসের সম্মেলন কক্ষে এ সিভিল সার্জন জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ভুবেষ চন্দ্র রায়, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আল মামুন, মেহেরপুর ইসলামীক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক কে এম শাহীন কবির।

ইপিআই সুপার আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার খ ম হারুন ফয়সাল ।

অবহিতকরণ সভায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী বাচ্চুকে গার্ড অব অনার প্রদান

মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা অবঃ কাস্টমস কর্মকর্তা কাজী মোমিনুল ইসলাম (কাজী বাচ্চু) কে রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তার মরদেহে রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। পরে তার জানাজার নামাজ শেষ করে মেহেরপুর

পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রথমে মরহুমের মরদেহে জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন পুষ্পমাল্য অর্পণ ও রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন। একই সময় পুলিশের একটি দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় সদর থানার ওসি শাহ দারা খান,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ)আব্দুল মালেক সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি মেহেরপুর পৌর শহরের শহীদ গফুর সড়ক এলাকার মৃত কাজী আজিজুল ইসলামের ছেলে।সোমবার সকাল ৯টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে আত্মী স্বজনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

গাংনীতে বিজয় দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমুলক সভা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার(৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় উপজেলা সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী খানম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী।

এ সময় কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতুসহ উপজেলার স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক, উপজেলার অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্তিত ছিলেন।

গাংনীতে পাঁচ প্রার্থীর ভোট পুনঃগণনার আবেদন

নির্বাচনে পরাজিত হবার পর ভোট পুনঃগণনার আবেদন জানিয়েছেন গাংনী উপজেলার একজন চেয়ারম্যান ও চারজন মেম্বর প্রার্থী। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্ণিং অফিসারের নিকট আবেদন জমা দিয়েছেন তারা। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের আদেশে পুনরায় ভোট গণনা করা সম্ভব হবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট রিটার্ণিং অফিসার।

সুত্র মতে, গাংনী উপজেলায় তৃতীয় দফায় চারটি ইউপির নির্বাচন সম্পন্ন হয় গেল ২৮ নভেম্বর। নির্বাচনে পরাজিত হন কাজিপুর ইউপির চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল আলীম। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম হুসাইনের কাছে পরাজিত হন। এসময় বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনা শেষে গোলযোগ হওয়ায় ওই কেন্দ্রের ভোট স্থগিত রাখার আবেদন করেন। একই কেন্দ্রের ভোট পুনরায় গণনার জন্য আবেদন করেন ফুটবল প্রতীকের মেম্বর প্রার্থী আব্দুল হক। ওই ইউনিয়নের ৪নম্বর ওয়ার্ডের শরীফুল ইসলামও ভোট পুনর্গণনার আবেদন জানান।

এদিকে ষোলটাকা ইউপির ১নম্বর ওয়ার্ডের চেংগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ এনে পুনরায় ভোট গণনার আদেন জানান মেম্বর প্রার্থী আবু সাইদ ও মহিবুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট ইউপি নির্বাচনের রিটানিং অফিসার আলাউদ্দীন জানান, ইতোমধ্যে পাঁচটি আবেদন পেয়েছি। কিন্তু আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। গেজেট প্রকাশ হলে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের আদেশে পুনরায় ভোট গণনা করা সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে লোক সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজিত

মেহেরপুরে লোক সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও লোকসংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এই আলোচনা সভা ও লোকসংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান,সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক,পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন সহ অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর লোক গানের শিল্পীরা দর্শকদের মাঝে একে একে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য লোক সংগীত পরিবেশন করে তাদের মুগ্ধ করে তোলে।

মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এমজিএসপি প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

মেহেরপুর পৌর কালাচাঁদ মেমোরিয়াল হলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এমজিএসপি প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকল্পের টিম লিডার মো. আওলাদ হোসেন, প্রকৌশলী মুরাদ হোসেন খান, জুনিয়ার সিভিল

ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ আবু জায়েদ অমি, মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মজিবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্যানেল মেয়র শাহীনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম প্রমুখ।

কর্মশালায় এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় আগামী ১০ বছরের পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবেশগত উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী সাহারবাটির লাল্টু গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামী মোখলেছুর রহমান লাল্টুকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬।
গত রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী বড়বলদিয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পে প্রেস বিফ্রিংএ র্যাব জানায়, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামী চুয়াডাঙ্গার বড়বলদিয়া গ্রামে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর দুপুরে তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করে র্যাব।

গত ১৭ অক্টোবর সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ায় ব্র্যাক স্কুলের নার্সারী পড়ুয়া ৫ বছরের এক কন্যা শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে লাল্টু। এ ঘটনা পরিবারের লোকজন জানতে পারলে নির্যাতিতার মা বাদী হয়ে লাল্টুকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এরপর থেকেই পলাতক ছিল লাল্টু। লাল্টুর গ্রেপ্তার সংবাদে সর্বচ্চ শাস্তি দাবী করেছে এলাকাবাসী।